https://www.amitrakshar.co.in/journal : www.amitrakshar.co.in
Volume – 3 | Issue – III | May-June 2026 | ISSN: 3049-0278 (Online)
Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলা কথাসাহিত্যে কলকাতার সমাজতাত্ত্বিক শিল্পরূপ

সুতৃষ্ণা সরদার[1]

ISSN: 3049-0278 (Online) DOI (Crossref) Prefix: 10.63431
AIJITR - Volume- 3, Issue-III, May-June 2026

Copyright © 2026 by author (s) and (AIJITR). This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0)

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনকালের প্রথমার্ধে কলকাতাই ছিল ভারতবর্ষের রাজধানী। স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম কেন্দ্রস্থল ছিল কলকাতা। কত শত ইতিহাসের সাক্ষী এই কলকাতা। সপ্তদশ শতাব্দীতে সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কলকাতা এই তিনটি গ্রাম নিয়েই নগর কলকাতার পথ চলা শুরু হয়। তারপর থেকে দ্রুত বদলাতে থাকে। নগরায়ন ঘটল ভিন্ন ধারার এক নাগরিক জীবনের উন্মোচন ঘটতে শুরু করলো। বাণিজ্যিকীকরণের পাশাপাশি প্রশাসনিক স্তরের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠল কলকাতা, একদিকে যেমন পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রভাবে মানুষের জীবনযাত্রার বদল ঘটেছে। সেগুলি প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল কলকাতার নানা কথা সাহিত্যের পরতে পরতে রয়েছে। উনিশ শতকে বাংলায় নবজাগরণের মধ্য দিয়ে শিক্ষা সংস্কৃতি, সমাজ সংস্কৃতি, শিল্পকলা, জ্ঞানচর্চা ইত্যাদি ক্ষেত্রে এক গভীর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তবে বাঙালির সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার অন্যতম সাধনা ক্ষেত্র এই কলকাতা নগর সর্বদা একই ছন্দে এগিয়ে চলেছে এমন নয় কখনো কখনো দুঃস্বপ্নের নগরও হয়ে উঠেছে। ব্রিটিশ শাসনাধীন রাষ্ট্রে বারবার আঘাত নেমে এসেছে। চেনা কলকাতা হঠাৎই অচেনা হতে শুরু করল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকেই। বাণিজ্য নগরী কলকাতা শহরের স্বাভাবিক ছন্দের তাল কেটে যায় যুদ্ধ, কৃষক - শ্রমিক আন্দোলন, দুর্ভিক্ষ, চারিদিকে হিংসা হানাহানির সঙ্গে নেতাজীর ছদ্মবেশে দেশ ত্যাগ, আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন এর মাধ্যমে দেশকে স্বাধীন করার সঙ্কল্প জাতীয় রাজনীতি ও জনজীবনকে বদলে দিতে থাকে। নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে থাকা সাধারণ মানুষের আর এক বড় ধাক্কা এল এই সময়ে তা হল বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণ। পাশাপাশি রশিদ আলী দিবসকে কেন্দ্র করে নগর কলকাতা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে সাথে দোসর হয়ে ওঠে 'দ্য গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং'। এমতাবস্থায় যে কোনো শহর দ্রুত বদলে যাবে তা স্বাভাবিক এক্ষেত্রে কলকাতাও তাই। চারিদিকে সংঘাত- রক্তাক্ত কত বিচিত্র মানুষের আনাগোনা কেবলই বাড়তে থাকলো। সমাজের সর্বস্তরে, সব জায়গায় সংঘাতের যে প্রভাব পড়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। পরাধীন ভারতবর্ষের নানান গুরুত্বপূর্ণ সময় যেমন আছে তেমনি গুরুত্বপূর্ণ দশকও আছে। সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ দর্শক হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে স্বাধীনতার দশক অব্দি। এই অত্যন্ত সংকটময় পরিস্থিতিতে বাংলা কথা সাহিত্যে কলকাতার সমাজ সংস্কৃতি, নগর জীবন আশ্রিত গ্রামীণ সংস্কৃতিতে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এছাড়াও তৎকালীন সময়ে মেস বাড়ির গভীর প্রভাব রয়েছে। আর এই সব চিত্র উঠে এলো সাহিত্যে আঙিনায়। এই সময় কলকাতা শুধু রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক আন্দোলনের যে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছিল তার প্রভাব সাহিত্যেও ব্যাপকভাবে লক্ষ্য করা যায়। শ্রমজীবী মানুষের দুর্বিষহ জীবন, দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িকতা, মূল্যবোধের ভাঙ্গন সব মিলিয়ে সাধারণ মানুষের জীবন জেরবার হয়ে উঠেছিল।

কলকাতার পরিবর্তিত নাগরিক সংস্কৃতি; সাহিত্যে তার প্রতিফলন : সমাজ সংস্কৃতির আধার কলকাতা। উনিশ শতকে বাংলা নবজাগরণের ভিত্তিভূমি ছিল এই শহর। এই নবজাগরণের মধ্য দিয়ে বাংলার সমাজ সংস্কৃতিতে এক গভীর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে কলকাতার সমাজ-সংস্কৃতিতে ব্যাপক প্রভাব পড়ে। এই সময় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখলেন 'অনুবর্তন' কলকাতার 'মর্ডান ইনস্টিটিউশন' কে কেন্দ্র করে শিক্ষকদের অর্থনৈতিক অবস্থা, প্রাইভেট টিউশনি ইত্যাদি সমকালীন নানা হাল হকিকতের কথা উল্লেখ্য। কলকাতা ছেড়ে চলে যাচ্ছে কারণ 'কলকাতাটা এ সময় সেফ নয়' তাদের কাছে। জাপানিরা বোমা ফেলবে সেই ভয়ে কলকাতা ছাড়ছে বাড়িওয়ালারা, ভাড়াটিয়ারা, ছাত্ররা এক দমবন্ধকর আতঙ্কের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এক চরমতম সামাজিক অবক্ষয়ের দশক ছিল। বিমল করের 'দেওয়াল' উপন্যাসটি তিনটি পর্বে লেখা মূলত ১৯৪১-১৯৪৫ পর্যন্ত সময়ের কাহিনি রয়েছে এখানে।'দেওয়াল' তিনটি পর্বে বিন্যস্ত 'ছোট ঘর', 'ছোট মন', 'খোলা জানালা'। চন্দ্রকান্ত ও তার পরিবার অনেক আশা নিয়ে কলকাতায় আসে কিন্তু ক্রমশ মনোবল হারিয়ে ফেলতে থাকে। রাজনৈতিক ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ পরিস্থিতি মানুষকে হতাশায় আক্রান্ত করে দিয়েছে। একদল মানুষ কলকাতা ছাড়ছে আবার একদল মানুষ আসছে কার্যত দিশাহীন সকলে। আবার জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'বারোঘর এক উঠোন' নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'চেনা মহল' এই জাতীয় উপন্যাসে সেই বিভীষিকাময় দিনগুলির ছবি নেই তবে সামাজিক অবক্ষয়ের কথা রয়েছে। একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙ্গনকে কোনভাবেই রোধ করা যায়নি সাথে দুর্ভিক্ষ, বোমাতঙ্ক এসব কার্যত দোসর হয়ে উঠেছিল।

কলকাতার নগরজীবন আশ্রিত গ্রামীণ সমাজ; সংস্কৃতিতে তার প্রভাব : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, একের পর এক আন্দোলন যেমন শহরকে কাবু করে ফেলছে তেমনি গ্রামেও এসবের প্রভাব থেকে গ্রাম-শহর কেউই রেহাই পায়নি। বিশেষত দুর্ভিক্ষের ফলে গ্রাম বাংলা কার্যত উজাড় হয়ে যাচ্ছে। শহরে এসেও দুমুঠো খাবার জোটে না, চারিদিক যেন শ্মশান হয়ে গেছে। অলিতে গলিতে মানুষের মৃতদেহ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।

1. সহকারী অধ্যাপক : হেরিটেজ কলেজ অব এডুকেশন, বাগনান

DOI Link (Crossref) Prefix: https://doi.org/10.63431/AIJITR/3.III.2026.11-13
AIJITR, Volume 3, Issue –III, May - June, 2026, PP.11-13
Received on 11th May, 2026 & Accepted on 21st May, 2026,
Published: 30th May, 2026

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'হাড়'গল্পে দেখা যায় দুর্ভিক্ষের বীভৎস রূপ —

> "দূরে আবার সেই বুভুক্ষুদের চিৎকার। ডাস্টবিন উল্টে ফেলে দিয়ে যেমন করে সচিৎকারে ঝগড়া করে কুকুরের দল। মনশ্চক্ষে দেখতে পাচ্ছি ওরা গোগ্রাসে গিলছে, খিচুড়ির ড্যালা গলায় আটকে চোখ যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে ভেতর থেকে, অথচ আরো পাওয়ার জন্যে অবরুদ্ধ সুরে আর্তনাদ করছে। আর আমরা এখানে চা খাচ্ছি কত মার্জিত, কত সংযত আর ভদ্রভাবে। মুখটা সিকি ইঞ্চি ফাঁক করে দাঁতের কোণে কেক্ কাটছি - উদ্দেশ্যটা যেন খাওয়া নয়, ঘাসের শীস চিবানোর মতো দাঁতের একটুখানি বিলাসিতা মাত্র, চায়ের কাপে এমন ভাবে চুমু দিচ্ছি যে এতটুকু শব্দ হচ্ছে না- ঠোঁটের আগায় আল্ গা ভাবে চুম্বনের মতো একটু ছোঁয়াচ লাগছে। গপ্‌গপ্ করে গেলা, হুস্‌হাস্ করে শব্দ করা- জীবনের সমস্ত এস্‌থেটিক্ আনন্দ তাতে বিস্বাদ হয়ে যায়। খাওয়াটা যেমন স্থুল, তেমনি গ্রাম্য হয়ে ওঠে"।[১]

একদিকে বুভুক্ষু মানুষদের আর্তনাদ অন্যদিকে উচ্চবিত্ত মানুষের মূল্যবোধের অবক্ষয়ের রূপ উঠে এসেছে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শর্বরী' গল্পে গ্রামের ছেলে ফণী বাবুদের বাড়িতে রাখালি করে বেড়াতো তারপর সে হঠাৎ করে রাখালি ছেড়ে কলকাতায় এসে হাজির হয়, কলকাতায় এসে এক মেসে কাজ পায়। ভাগ্যের ফেরে পরপর দুবার গ্রেফতার হয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চিহ্ন' উপন্যাসে গণেশ শহরে আসে কাজের খোঁজে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মন্বন্তর' (১৯৪৪) উপন্যাসে কলকাতার আবছায়া চিত্র ফুটে উঠেছে। কিছু মুনাফা লোভী মানুষদের খাদ্যের কৃত্রিম সংকটের কাছে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ অসহায়—

> "যুদ্ধ মানুষের হাতে, যে অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য মানুষ এ যুদ্ধের সৃষ্টি করেছে তার সে অভিপ্রায় সিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত অথবা সম্পূর্ণ রূপে ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত মানুষ নিরস্ত হবে না। যে কৃত্রিম বৈষম্যের ফলে এই যুদ্ধ - সৃষ্টি মানুষ সম্ভব করে তুলেছে, যুদ্ধের অপচয়ে যে বৈষম্য একদিকে ক্ষয়িত হয়ে আসছে, কিন্তু মানুষ প্রাণ প্রাণে সে বৈষম্যকে পরিপূরিত করে চলেছে। আর যদিই বা থামে তবে ভাবীকালের নবতর যুদ্ধের ভূমিকা রচনা করে তবে সে থামবে।"[২]

সাবিত্রী রায়ের 'পাকা ধানের গান' তিনটি পর্বে সমাপ্ত এই উপন্যাসে মনসা ডাঙ্গা থেকে পার্থ কলকাতায় আসে। কলকাতায় থেকে একটি পত্রিকা চালাত কৃষক আন্দোলন সম্পর্কিত। সেই গ্রামের মেয়ে মেখীও কলকাতায় চলে আসে। গ্রাম বাংলার মানুষ পেটের তাগিদে, জীবিকার তাগিদে শহরমুখী হচ্ছে।

কলকাতার রাজনৈতিক প্রভাব; সংঘাতময় পরিস্থিতি : বিশ শতকের চল্লিশের দশক মহাসংকটের দশক। শুধুমাত্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হয়েই শেষ নয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ একটানা ছয় বছর ধরে চলে। তার মাঝে ৪২-এর আগস্ট আন্দোলন, ৪৩-খাদ্য আন্দোলন, ৪৬-এর দাঙ্গা মন্বন্তর এবং এগুলোর সাথে স্বাভাবিকভাবে কালোবাজারি মুনাফা লোভী মানুষদের উৎপাত বেড়ে যায়। ফলত এই দশকে দারিদ্র্য, অসহায়তা, বেকারত্বের সাথে সাথে রাজনৈতিক অস্থিরতা ক্রমশ বাড়তে থাকে। এসব ঘটনার অনেকাংশের সাক্ষী ছিল কলকাতা। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চিহ্ন' উপন্যাসটি কোন ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়। রাজপথের ঘটনা থেকে মিছিল, ছাত্র আন্দোলনের প্রভাব, অন্যদিকে একদল মানুষ এইসব দিকগুলোকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করে গেছে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 'ঝড় ও ঝরাপাতা' উপন্যাসে মানুষের অসহায়তার চিত্র ফুটে ওঠে, এক অচেনা কলকাতা শহর যেখানে সর্বত্র গোলাবারুদের শব্দে ঝাঁঝরা হয়ে যাচ্ছে। উদ্দেশ্যহীন ভাবে মানুষ প্রতিনিয়ত ছুটে চলেছে, ঝড়ের মতো সবকিছু এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। 'ঝড় ও ঝরাপাতা'য় দেখাযায় —

> "আজাদ হিন্দ ফৌজের অন্যতম নায়ক - ক্যাপ্টেন রসিদ আলি খাঁর সাত বৎসর কারাদণ্ডের আদেশের প্রতিবাদে ছাত্র শোভাযাত্রীদের উপর বেলা বারোটা থেকে পাঁচটা পর্য্যন্ত পুলিশ দু' বার লাঠিচার্জ্জ করেছে। ডালহৌসি স্কোয়ারের উওর - পূর্ব এবং উত্তর - পশ্চিম কোণে কালো পিচের রাস্তার উপর রক্তের দাগ রঙ দেখে আর চেনা যায় না, আলো বাতাস লেগে রক্তের লাল জৌলুষ কালচে হয়ে পিচের রঙের সঙ্গে প্রায় এক হয়ে গিয়েছে; কিন্তু এক আধটা জায়গায় জমাট বাধা রক্তের ভিতরটা এখনও কাঁচা আছে। হাফসোল মারা সত্ত্বেও গোড়ালী ক্ষয়ে - আসা স্যান্ডেলের তলাটা - দুপুরের গলা পিচের মত আঠালো কিছুতে পড়ে চটচট করে উঠল।"[৩]

ফাল্গুনে ঝরে যাওয়া পাতার মতো মানুষের প্রাণ ঝরে যাচ্ছে অহরহ, শ্রমিক আন্দোলনের পটভূমিতে লেখা জ্যোতির্ময় রায়ের 'উদয়ের পথে' গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস। এগুলির সাথে চলেছে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে চাপানউতোর। কলকাতা সহ দেশজুড়ে চরম অরাজকতার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল।

৪৬-এর দাঙ্গা যা ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক ভয়াবহ অধ্যায়। সাধারন মানুষের মধ্যে আতঙ্কের ফলে সামাজিক বিদ্বেষের প্রতিফলন দেখা যায়। এই মানবিক বিপর্যয়ের অস্থিরতার দর্পণ হয়ে ওঠে সমরেশ বসুর 'আদাব' গল্পটি—

> "ডাস্টবিনের দুই পাশে দুটি প্রাণী, নিস্পন্দ নিশ্চল। হৃদয়ের স্পন্দন তালহারা - ধীর....। স্থির চারটে চোখের দৃষ্টি ভয়ে সন্দেহে উত্তেজনায় তীব্র হয়ে উঠেছে। কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না। উভয়ে উভয়কে ভাবছে খুনি। চোখে চোখ রেখে উভয়েই একটা আক্রমণের প্রতীক্ষা করতে থাকে, কিন্তু খানিকক্ষণ অপেক্ষা করেও কোনো পক্ষ থেকেই আক্রমণ এল না। এবার দুজনের মনেই একটা প্রশ্ন জাগল-- হিন্দু, না মুসলমান? এ প্রশ্নের উত্তর পেলেই হয় তো মারাত্মক পরিণতিটা দেখা দেবে। তাই সাহস করছে না কেউ কাউকে সে কথা জিজ্ঞেস করতে, প্রাণভীত দুটি প্রাণী পালাতেও পারছে না - ছুরি হাতে আততায়ীর ঝাঁপিয়ে পড়ার ভয়ে।"[৪]

কলকাতার মেসবাড়ি ও সাহিত্যে তার প্রভাব : ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে কলকাতার মেসবাড়ির প্রভাব রয়েছে বেশ অনেকখানি। গ্রাম থেকে মফস্বল থেকে মানুষজন কলকাতা শহরে অধিকাংশরই ঠিকানা হতো মেসবাড়িতে। কলেজ স্ট্রিট, আমহার্স্ট স্ট্রিট, মানিকতলা, হাতিবাগান, শ্যামবাজার ইত্যাদি নানা অলিতে গলিতে কলকাতার বুকে গড়ে ওঠে এই মেসবাড়ি। চল্লিশের দশকে অনেক স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আশ্রয়স্থল ছিল এই মেসবাড়ি। শিক্ষা, চাকরি সঙ্গে রাজনৈতিক কর্মকান্ডেরও অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছিল মেসবাড়িগুলি। এগুলি শুধুমাত্র কোনোরকমে মাথা গোঁজার ঠাঁই হয়ে ওঠেনি পাশাপাশি সমাজ জীবনে বহু কাজের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত ছিল। কত শত স্বাধীনতা সংগ্রামীদের

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

ইতিকথা লেগে আছে এই মেস বাড়িগুলির দেওয়ালে। প্রেমেন্দ্র মিত্র, শিবরাম চক্রবর্তী প্রমুখ নানান ব্যক্তিদের সাহিত্যে উঠে আসে মেসবাড়ির প্রসঙ্গ। অনুশীলন সমিতি, আত্মোন্নতি সমিতির অনেক সদস্যরা মেস বাড়িতে থাকতো এবং বিপ্লবীদের আস্তানা ছিল। বহু মিটিং আলোচনাও হত এই মেস বাড়িগুলিতে। বিপ্লবী ভূপেন্দ্রকুমার দত্তের 'বিপ্লবের পদচিহ্ন' বইটিতে তাঁর মেসজীবনের নানা কথা রয়েছে—

> "মেসটাকে প্রায় আমাদের দলের লোক দিয়েই ভরে ফেলেছিলাম। মেঘনাদ সাহা, শিশির মিত্র, শৈলেন ঘোষ, যতীন শেঠ, জ্ঞান মুখার্জি, জ্ঞান ঘোষ প্রভৃতি যাঁরা তখনকার দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজ গড়ে তুলতে স্যার আশুতোষ মুখার্জিকে সাহায্য করছিলেন, তাঁদের আটজন এই মেসে সীট্ নিয়েছিলেন। এঁরা প্রায় সবাই যতীনদা এবং শশীদার (শ্রমজীবী শিক্ষার প্রবর্তক শশিভূষণ রায় চৌধুরি) সঙ্গে মিশতেন, কেউ কেউ ভারত - জার্মান ষড়যন্ত্রে অংশ নিয়েছিলেন, যতীনদার পূর্ণোদ্যম কার্যকলাপের সময় ১১০ নং কলেজ স্ট্রীটে নীলরতন ধরের মেসে তাঁর যে আড্ডা ছিল, সেখানে, হিন্দু হোস্টেল এবং আরও অন্যত্র ঘনিষ্ঠভাবে যাওয়া আসা করতেন, কেউ কেউ বা ঐ সব জায়গাতেই থাকতেন।"[৫]

বারীন্দ্রকুমার ঘোষের 'অগ্নিযুগ'ইত্যাদি নানান সাহিত্যিকদের রচনায় মেসবাড়ির প্রসঙ্গ উঠে আসে। এরকম বেশ কিছু মেসবাড়ি বিপ্লবীদের আস্তানা ছিল যেমন কলকাতার আমহার্স্ট স্ট্রিট -১০৭ নম্বর বাড়ি, ২৩/১ কানাই ধর লেন, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটের - বান্ধব বোর্ডিং ইত্যাদি আরও নানান মেস ছিল। বহু বিপ্লবীরা থাকতেন যেমন যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, শশাঙ্ক মোহন হাজরা, ভূপেন্দ্র কুমার দত্ত, রাজেন ঘোষ, অশ্বিনী ভট্টাচার্য, রাখাল দা প্রমুখ। বহু মানুষজন দশকের পর দশক ধরে এই মেসবাড়িতেই কাটিয়ে দিতেন, এইটিই ছিল তাদের কাছে দ্বিতীয় বাড়ি।

স্বাধীনতা পূর্ববর্তী শেষ দশকে বাংলা কথা সাহিত্যে কলকাতার ছবিটা ছিল একদম অন্যরকম। কলকাতা তখন আর শুধু নগরসভ্যতা হিসেবে নয় এটি হয়ে উঠেছে এক জটিল সমাজবাস্তবতার ছবি। সাহিত্যিকেরা বহুমাত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখিয়েছেন সে সময়ের কলকাতার নৈতিক অবক্ষয়ের বিষণ্ণ রূপ। একদিকে গ্রাম সমাজের প্রান্তিক মানুষের হাহাকার অন্যদিকে নগরসভ্যতার রহস্যময় জটিল ক্ষেত্র। এই সময়ে ঘটে যাওয়া রাজনৈতিক আন্দোলনগুলিও সাহিত্যে গভীরভাবে প্রভাব ফেলে। নাগরিক সংস্কৃতির অবক্ষয়িত রূপ, গ্রামীণ কৃষিনির্ভর সমাজের দুর্বিষহ রূপ, ঔপনিবেশিক শাসনের দমনপীড়ন মূলক নীতি, সাম্প্রদায়িক বিভাজন, রাজনৈতিক সংঘর্ষ এ সমস্ত কিছুই লেখকদের কলমে ধরা দিয়েছে। শুধুমাত্র নাগরিক সমাজ, গ্রামীণ সমাজের করুণ চিত্র উঠে এসেছে তা নয় এই সংকটময় পরিস্থিতিতে কলকাতার মেসবাড়িগুলির ভূমিকাও বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। পরিশেষে বলা যায় যে এ সমস্ত কিছু সাহিত্যিকেরা যেমনভাবে বাস্তববাদী এবং মানবিক দৃষ্টিকোণ দিয়ে শৈল্পিক রূপ দিয়েছেন তা শুধু নাগরিক সংস্কৃতি ও আধুনিকতার দ্বন্দ্বের মিশেলে সীমাবদ্ধ নেই তা হয়ে উঠেছে কলকাতার বহুমাত্রিক সমাজচেতনায় মহামূল্যবান দলিল হয়ে উঠেছে।

তথ্যসূত্র :

১. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ. ৫৭০
২. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, 'মন্বন্তর', মিত্রালয় প্রকাশনা, কলকাতা, পৃ.৪৮
৩. তারাশঙ্কর রচনাবলী(অষ্টম খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ.০২
৪. সমরেশ বসুর, 'মরশুমের একদিন' গল্পগ্রন্থ,'আদাব', অন্যধারা প্রকাশনী, কলকাতা, পৃ.১৪৮
৫. শ্রী ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত, বিপ্লবের পদচিহ্ন, সরস্বতী লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃ. ৩-৪

সহায়ক গ্রন্থ :

১) বন্দ্যোপাধ্যায় ভবানীচরণ, *কলিকাতা কমলালয়,* প্রতিভাস,কলকাতা,১৯৮৬
২) বন্দ্যোপাধ্যায় রঙ্গলাল, *কলিকাতা কল্পলতা,* প্রতিভাস, কলকাতা,১৯৮৬
৩) বন্দ্যোপাধ্যায় মানিক, *চিহ্ন,* অঙ্কুর পুস্তকালয়, কলকাতা, ১৯৯১
৪) বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর, *মন্বন্তর,* মিত্রালয় প্রকাশন,কলকাতা, অগ্রহায়ণ ১৩৬৬
৫) বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর, *ঝড় ও ঝরা পাতা,* তারাশঙ্কর রচনাবলী (অষ্টম খন্ড),মিত্র ও ঘোষ,কলকাতা, ১৩৬০
৬) গঙ্গোপাধ্যায় নারায়ণ, *নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী* (প্রথম খন্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স,কলকাতা, রথযাত্রা ১৩৫৯
৭) ভট্টাচার্য নরেন্দ্রনাথ, *ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস,* জেনারেল প্রিন্টার্স, কলকাতা, ১৯৭২
৮) ঘোষ বিনয়, *কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত,* বাক্ সাহিত্য জানুয়ারি ২০০৪
৯) ঘোষ বিনয়, *টাউন কলিকাতার কড়চা,* বিহার সাহিত্য ভবন, কলকাতা, ১৯৬১
১০) দত্ত প্রাণকৃষ্ণ, *কলিকাতার ইতিবৃত্ত,* পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২৪ শে আগস্ট ১৯৮১
১১) পত্রী পূর্ণেন্দু, *কলকাতা কি করে হল,* আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ আগস্ট ১৯৭২
১২) শ্রীপান্থ , *কলকাতা,* আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ১৯৯৯

পত্রপত্রিকা :

১) অনীক পত্রিকা, কলকাতা- ভারতছাড়ো আন্দোলন বিশেষ সংখ্যা, সংখ্যা ২, আগস্ট,১৯৯৪
২) কোরক, কলকাতা, স্বাধীনতা পঞ্চাশ সংখ্যা, ২০০০
৩) অনুষ্টপ গণআন্দোলন বিশেষ সংখ্যা, প্রাক-শারদীয়া, ২০১৭
৪) দাশ শচীন, কলকাতা রূপান্তর: চিহ্ন থেকে কিনু গোয়ালার গলি, পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা, ডিসেম্বর ২০০৯

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431